রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২২ হাজার টাকা দাবি

রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে লাল পতাকা মিছিল

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র, ২২ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি আদায়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হলো। এ উপলক্ষে ২৯ মার্চ নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এক শ্রমিক সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ইমাম হোসেন খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ জেলা সমন্বয়ক নিখিল দাস, শ্রমিকনেতা আবু নাঈম খান বিপ্লব, সেলিম মাহমুদ, আফজাল হোসেন, জামাল হোসেন, এমএমিল্টন, এস এম কাদির। সমাবেশ শেষে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। কাউন্সিলে ইমাম হোসেন খোকন সভাপতি, আফজাল হোসেন, জামাল হোসেন সহসভাপতি, আবু নাঈম খান বিপ্লব সাধারণ সম্পাদক, রাহাত আহমেদ, এমএ মিল্টন সহসাধারণ সম্পাদক ও এসএম কাদিরকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে চার শতাধিক ছোট বড় রি-রোলিং ও স্টিল মিলের প্রায় ২ লাখ শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। বাংলাদেশের রডের চাহিদা গড়ে ৮০ লাখ টন এর অধিকাংশই উৎপাদিত হয় দেশের রি-রোলিং সেক্টর থেকে। বলা হয় দেশের যে কোন স্থাপনার মূলশক্তি হচ্ছে তার লোহা। ১৫৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লোহা গলানো হয়। যে ফার্নেসে লোহা গলানোর কাজ হয় তার বাইরে ৬০-৬৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ থাকে। ৩৫-৩৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাজ করা যেখানে অসম্ভব সেখানে ৬০-৬৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কী কঠিন পরিস্থিতি হয় তা অনুমান করাও কষ্টকর। একটু অসতর্ক হলেই উত্তপ্ত লোহার রড বা আগুন থেকে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রি-রোলিং সেক্টরটা প্রচলিত অন্যান্য শিল্প কারখানা থেকে একটু ভিন্নতর। রি-রোলিং মিলের ম্যানুয়েল চালিত কারখানাতে একজন শ্রমিক ৪৫ মিনিট কাজ করে ১৫ মিনিট বিরতি নিয়ে ২ ঘন্টা কাজ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য বেশিরভাগ কারখানার শ্রমিকদের নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র নেই। শ্রম আইন মানা হয় না। ৫ বছর পর পর মজুরি ঘোষণা করার কথা আইন থাকলেও রি-রোলিং সেক্টরে ২০১১ সালের পর মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হয়নি। ইতিমধ্যে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে কিন্তু সেখানেও রি-রোলিং সেক্টরের প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব নাই। শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ড গঠন হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা ঘোষণা করার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত গঠিত মজুরি বোর্ডের কোন বৈঠক করা হয়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রমিকের শ্রমশক্তি। যত উন্নতমানের কাঁচামাল, প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রম ছাড়া কোন উৎপাদন সম্ভব হয় না। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে কখনও মাসিক মজুরি কখনও উৎপাদন হিসেবে। শ্রমশক্তি বিক্রির আর্থিকমূল্য শ্রমিক মজুরি হিসেবে গ্রহণ করে। শ্রমিকের এই মজুরি শুধু তার জীবনধারণের জন্য নয় বরং উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন এর কাজে ব্যবহৃত হয়। সুস্থ এবং সবল শ্রমিক যেমন কলকারখানাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে, তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষ শ্রমশক্তির জোগান তাদের মাধ্যমেই আসে। শ্রমিকরা যেমন উৎপাদনের তেমনি উৎপাদিত দ্রব্যের ভোক্তা। শোভন মজুরি, শ্রমিকের জীবনমান, ক্রয়ক্ষমতা দেশের অর্থনৈতিক গতিবৃদ্ধি করে থাকে। রি-রোলিং মিলের শ্রমিকদের মজুরি তার সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ হবে এটা একটি যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে যে সমস্ত নির্দেশনা আছে তা নিম্নরূপ– বিশ্বমানবাধিকারের ঘোষণায় 'প্রত্যেক কর্মীর নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

আইএলও কনভেনশন ১৩১-এ বলা হয়েছে–'সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।'

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে।

শ্রম আইনের ১৪১ ধারায় আছে–'জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরণ, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ্য, দেশের ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করতে হবে।'

রি-রোলিং শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে নেতৃবৃন্দ নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

১। জীবনযাপন ব্যয় : একজন কর্মক্ষম মানুষ, শিশু-বৃদ্ধ, সন্তানসম্ভবা মা সবার কথা বিবেচনা করে গড়ে ২৮০০ থেকে ৩০০০ কিলোক্যালরি তাপ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে সস্তা খাদ্য গ্রহণ করতে হলে দিনে ১১০ টাকার কমে সম্ভব হয় না। তবে বিশেষ করে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিকের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪২০০ কিলোক্যালোরি তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন। এই জন্য সবচেয়ে সস্তা খাবার গ্রহণ করতে গেলে তাকে দিনে ২০৭ টাকার কমে সম্ভব নয়। ৫ সদস্যের একটি পরিবারে শ্রমিক বাদে মাসে খাদ্যবাবদ খরচ ১৩ হাজার ২০০ টাকা এবং শ্রমিকের খাদ্য বাবদ খরচ ৬ হাজার ২১০ টাকা। জীবনযাপন ব্যয়ের ৫০ শতাংশ খাদ্য ও অন্যান্য ব্যয় ৫০ শতাংশ ধরলে মাসে পরিবারের খরচ ৩৮ হাজার ৮২০ টাকা।

২। শ্রমিক কাজ করতে আসে দারিদ্র দূর করার জন্য। বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের মতো দেশে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে হলে প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ডলার আয় করতে হয়। সে হিসেবে মাসে ২৪ হাজার টাকার কম আয় হলে একটি পরিবার দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে পারবে না। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উৎপাদনের প্রধান চালিকা শক্তি শ্রমিকরা দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠবে না এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৩। দেশের মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ডলার। জনসংখ্যা ১৭ কোটি। কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬ কোটি ১৪ লাখ। সে হিসেবে প্রতি কর্মক্ষম মানুষ ২.৭৫ জন মানুষের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাহলে একজন কর্মক্ষম মানুষের গড় মাসিক আয় ৩৫ হাজার টাকার বেশি হওয়া উচিত।

৪। সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী ২০১৫ সালে পে-স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে বেতন ৮ হাজার ২৫০ টাকা বেসিক ধরে ১৪ হাজার টাকার বেশি নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত তিন বছরে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যস্ফীতি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার বিবেচনা করলে তা ১৭ হাজার ৫০০ টাকার বেশি দাঁড়ায়। রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় উৎপাদনশীলতা ও মজুরি কমিশন ২০১৮ সালে তাদের জন্য ঘোষিত মজুরি কাঠামোতে সর্বনিম্ন ধাপে ৮ হাজার ৩০০ টাকা বেসিক ধরে ২০১৫ সাল থেকে কার্যকর করার যে ঘোষণা দিয়েছে তাতে এখন তারা সর্বসাকুল্যে ১৭,৮১১ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। সরকারি কর্মচারীরা পেনশনসহ যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগসুবিধা ভোগ করে সেটাকে বিবেচনা করে পরাধীন আমলেও শ্রমিকদের মজুরি সরকারি কর্মচারীদের চাইতে বেশি থাকতো।

৫। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি দেখিয়েছে কাঙ্ক্ষিত পুষ্টি অর্জন করতে হলে ২০১৭ সালের বাজার দর অনুযায়ী কমপক্ষে ১৭ হাজার ৮৩৭ টাকা মাসিক আয় থাকতে হবে।

৬। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অক্সফাম ২০১৭ সালে গবেষণা ও জরিপ করে দেখিয়েছে বাংলাদেশের শ্রমিকদের শোভন মজুরি হতে হলে তা ২৫২ ডলার বা ২০ হাজার ৬৬৪ টাকা হতে হবে।

৭। জাহাজ ভাঙা শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০১৭ সালে ১৬ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। রি-রোলিং শিল্পের শ্রমিকের ঝুঁকি ও উৎপাদনশীলতা জাহাজ ভাঙা শিল্পের চেয়ে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ও মালিকদের সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ২২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা দরকার।